পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ্ বোর্ডে নিবন্ধিকরণের পদ্ধতি

ওয়াকফ্ আইন ১৯৯৫ এর ৩৬ নং ধারা অনুযায়ী নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি মূলত নির্ধারিত হয় ।

নিবন্ধিকরণের প্রধান বৈশিষ্ঠ্য সমূহ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১) নির্ধারিত ছাপানো নিবন্ধিকরণ ফর্মের সমস্ত কলম পূরণ করিয়া নিম্নে বর্নিত প্রয়োজনীয় নথিসহ নিবন্ধিকরণের জন্য ওয়াকফ্ বোর্ড অফিসে দরখাস্ত করিতে হইবে ।

২) ওয়াকিফ্ দ্বারা সম্পাদিত ওয়াকফ্ সম্পত্তি সমুহের দলিল দাখিল করিতে হইবে ।

৩) উপরোক্ত দাখিলকৃত দলিল অনুযায়ী ওয়াকফ্ সম্পত্তি সমুহের নামপত্তনের প্রমান সাপেক্ষে-
ক) জেলা ও পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে এল.আর. রেকর্ড অফ্ রাইটস্ (পড়চা), অথবা আর.এস. রেকর্ড অফ্ রাইটস্ (পড়চা), অথবা সি.এস. রেকর্ড অফ্ রাইটস্ (পড়চা) দাখিল করিতে হইবে ।

খ) পৌর সভার ক্ষেত্রে পৌর সভার রের্কড এবং পৌর নিগমের ক্ষেত্রে পৌর নিগমের রের্কড দাখিল করিতে হইবে ।

৪) পীরোত্তর ওয়াকফ্ সম্পত্তির ক্ষেত্রে রেজিষ্টিকৃত ওয়াকফ্ দলিল না থাকিলে, উপরোক্ত ৩(ক) ও ৩(খ) কলম প্রযোজ্য ।

৫) মতোয়াল্লী নির্বাচন বিষয়ে কোন বংশ পরম্পরা বিধি উল্লেখ না থাকিলে, স্থানীয় জনসাধারন অথবা মুছুল্লিদের উপস্থিতিতে একটা মিটিং এর মাধ্যমে কমিটি মতোয়াল্লী গঠন করিয়া তার সংকল্প (রেজুলেশন) দাখিল করিতে হইবে ।

৬) কমিটি মতোয়াল্লীর ক্ষেত্রে প্রত্যেকের পৃথক ভাবে বায়োডাটা সহ সম্মতিপত্র দাখিল করিতে হইবে ।

৭) প্রক্রিয়াটি দ্রত সমাধান করিবার জন্য কমিটি মতোয়াল্লীদের ভোটার কার্ড (EPIC) অথবা রেশন কার্ডের ফটোকপি দাখিল করিতে হইবে ।

৮) মতোয়াল্লী নির্বাচন বিষয়ে কোন বংশ পরম্পরা বিধি উল্লেখ থাকিলে, ওয়াকিফের ওয়ারীশ অনুযায়ী সঠিক এবং পূর্ণ বংশ তালিকা ফাষ্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক এফিডেভিট করিয়া দাখিল করিতে হইবে ।

৯) উপরোক্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিসহ নিবন্ধিকরন ফর্ম ওয়াকফ্ বোর্ডের অফিসে জমা করিলে নিয়ামানুসারে স্থানীয় জনসাধারন দিগককে অবগত করিয়া, তাঁহাদের দাবী ও আপত্তি আহ্বান করিবার জন্য উক্ত ওয়াকফ্ সম্পত্তির উপর সাধারন বিজ্ঞপ্তি লটকাইয়া জারী করা হইবে ।

১০) উপরোক্ত সাধারন বিজ্ঞপ্তির আসল কপি ফেরৎ আসিলে, সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ও নিবন্ধিকরণের জন্য বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ্ বোর্ড দ্বারা শুনানি হইবে. ।